UDI

Forbud mot tvangsekteskap (bengali)

বলপূর্বকবিবাহব্যবস্থানিষিদ্ধবাজোরকরেবিবাহদেওয়ানিষিদ্ধ / বাংলা

সমস্ত আশ্রয় প্রার্থী যারা সেসব দেশ থেকে এসেছেন যেখানে বলপ্রয়োগ বা ক্ষমতার জোর খাটিয়ে বিবাহ দেওয়া হয়, তারা সকলেই এই বলপূর্বক বিবাহ দানের বিরুদ্ধে নরওয়েজিয়ান আইনানুগ তথ্যাদি বা নিষেধাজ্ঞাটি পাবেন।.

যদি কেউ নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিবাহ করেন বা কাউকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়, তাকে কোনও রকম চাপের মধ্যে রেখে, ভয় দেখিয়ে বা হুমকি দিয়ে, আঘাত করে অথবা যে কোনও রকম মানসিক বা দৈহিক নির্যাতন করে, তবে সেটাকেই একটি বলপূর্বক বিবাহ ব্যবস্থা বলা হয়।.

কাউকেবলপ্রয়োগঅথবাজোরকরেবিবাহকরতেবাধ্যকরানরওয়েতেনিষিদ্ধ

কাউকে জোর করে কোনও রকম চাপের সৃষ্টি করে বিয়ে করতে বাধ্য করা নিষিদ্ধ। বলপ্রয়োগ বিবাহ দেওয়া মৌলিক মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের চরম অমর্যাদা বা অপমান।

একটি বৈবাহিক সম্পর্ক বা বিবাহ হবে প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছেতে অথবা স্বেচ্ছায়। এর অর্থ প্রত্যেকেই, একটি ছেলে বা মেয়ে ঠিক করবে বা সিদ্ধান্ত নেবে নিজের বিবাহ কার সঙ্গে এবং কখন হবে অথবা করবে।

যিনি কাউকে বলপ্রয়োগ করে বা ক্ষমতার জোরে বিবাহ করতে বাধ্য করবেন অথবা বলপ্রয়োগে বিবাহের অংশীদার হন, কোনও ভাবে মদত / সহযোগিতা করেন তবে তার ছয় বছর পর্যন্ত কারাবাস অথবা কারাবাসের ঝুঁকি থাকবে। এই ধরণের বিবাহ বিদেশে সম্পন্ন হলেও এই আইন এখানে নরওয়েতে বলবৎ থাকবে। যে সব ব্যক্তি এই ধরণের কাজের জন্য অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবেন অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হবেন, তাদের নরওয়ে থেকে বহিষ্কার করা হবে।

বলপ্রয়োগ বিবাহে সহযোগিতা করা হিসেবে সেটাকেই ধরা হবে যদি কেউ সজ্ঞানে সরকারি কর্তৃপক্ষ বা আইন সম্মত আধিকারিকের কাছে অথবা সেই ব্যক্তিকে যিনি বিবাহ করবেন, তাদেরকে ভুল বা বেঠিক তথ্য দেন এবং তথ্য দেবার পেছনে যদি বলপ্রয়োগ বিবাহ সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য থেকে থাকে।.

নরওয়েতে ১৮ বছরের নীচে সকল শিশু বা প্রত্যেককে (অপ্রাপ্তবয়স্ক) বিয়ে করতে হলে অবশ্যই তাকে বিবাহের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। ১৬ বছরের নীচে কোন শিশুর (অপ্রাপ্তবয়স্ক) সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হলে নরওয়েতে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অপ্রাপ্তবয়স্ক কারও সঙ্গে বিদেশে বলপূর্বক বিবাহ বা বিবাহ হলে, সেক্ষেত্রে নরওয়েতে সেই বিবাহের দরুণ স্বাভাবিকভাবেই বিবাহিত স্বামী বা পত্নী হিসেবে পারিবারিক মিলনের অধিকার দেওয়া হয় না বা স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

বলপূর্বকবিবাহেরশিকারহলেআপনিসাহায্যঅথবাসহযোগিতাপেতেপারেন

নরওয়েজিয়ান সরকার বা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে সাহায্য করবে যারা বলপূর্বক বিবাহের শিকার হয়েছেন বা যার বলপূর্বক বিবাহে বাধ্য হবার সম্ভাবনা বা ভয় আছে। সরকার বা কর্তৃপক্ষ আপনাকে সাহায্য করবে বাড়ি বা নিরাপদ বাসস্থান পাবার জন্য, উকিলের মারফৎ আইনী পরামর্শ ও সাহায্য পেতে পারেন, যদি আপনি এই বলপূর্বক বিবাহ সম্পর্কে (পুলিশের কাছে) অভিযোগ করেন এবং এই বিবাহিত সম্পর্ক মানতে না চান বা আইনত বলবৎ নয় বলে চিন্হিত করেন, সেই সব ব্যপারেও সরকার আপনাকে সাহায্য করবে।

যদি আপনার এই বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন ভঙ্গের ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য জানার থাকে অথবা কোথায় আপনি এই ব্যপারে সাহায্য পেতে পারেন তা জানবার জন্য আপনি অভিবাসন দপ্তরের কর্মচারী বা উদ্বাস্তু শিবিরের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আপনি একজন ডাক্তার বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কোন সেবিকার (নার্স-এর) সঙ্গেও কথা বলতে পারেন।.

Forbud mot tvangsekteskap (bengali)

বলপূর্বকবিবাহব্যবস্থানিষিদ্ধবাজোরকরেবিবাহদেওয়ানিষিদ্ধ / বাংলা

Informasjonsskriv / তথয ংক্রান্তলিপি

UDI 2014-041, www.udiregelverk.no

আপনিকিএইসবতথ্যবুঝতেপেরেছেন?

☐ Jeg har forstått informasjonen /আমি সব তথ্যই বুঝতে পেরেছি

Søkerens navn og DUF-nummer / আবেদনকারীর নাম এবং ডূফ (DUF) নম্বর
Sted og dato /স্থান এবং তারিখ
Underskriften til søkeren[1] / আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা সই[2]

☐ Jeg bekrefter å ha gitt informasjon / আমি অনুমোদন করছি বা সত্য বোলে স্বীকার করছি যে আমি এ তথ্য দিয়েছি

Underskriften til medarbeideren/saksbehandleren / সহকর্মচারী / ভারপ্রাপ্ত বিষয়ক কর্মচারীর স্বাক্ষর বা সই
Eventuelle merknader / সম্ভাব্য মন্তব্য

1Asylsøkere under 18 år skal ikke undertegne informasjonsskrivet, men bekrefte muntlig om informasjonen er forstått.

2১.আশ্রয় প্রার্থী আবেদনকারীর বয়স আঠারো (১৮) বছরের নীচে হোলে তথ্য লিপিতে স্বাক্ষর বা সই কোরতে হবেনা, কেবল মৌখিক বললেই হবে যে, সে সব তথ্য বুঝতে পেরেছ.

Forbud mot tvangsekteskap

Alle asylsøkere som kommer fra land der det forekommer tvangsekteskap, skal motta informasjon om det norske lovforbudet mot tvangsekteskap.

Hvis noen blir gift mot sin vilje, etter å ha blitt utsatt for press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold, kalles det et tvangsekteskap.

I Norge er det forbudt å tvinge noen til å gifte seg

Det er forbudt å tvinge eller presse noen til å gifte seg. Tvangsekteskap er en alvorlig krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter.

Et ekteskap skal inngås av egen fri vilje. Det betyr at enhver skal bestemme selv *om* hun eller han vil gifte seg, med *hvem* og *når*.

Den som tvinger noen til å gifte seg eller medvirker til tvangsekteskap, risikerer fengselsstraff i inntil seks år. Dette gjelder selv om ekteskapet inngås i utlandet. Personer som blir dømt for dette kan også bli utvist fra Norge.

Som medvirkning til tvangsekteskap regnes blant annet bevisst å gi uriktige opplysninger til myndighetene eller til personen som skal inngå ekteskap, hvis hensikten er å gjennomføre et tvangsekteskap.

I Norge er alle under 18 år barn (mindreårig), og du må være 18 år for å gifte deg. Det kan være straffbart å ha seksuell omgang med barn som er under 16 år.

Tvangsekteskap og ekteskap som er inngått i utlandet med en som er mindreårig, vil normalt ikke gi rett til å få familiegjenforening som ektefelle i Norge.

Du kan få hjelp om du er utsatt for tvangsekteskap

Norske myndigheter skal hjelpe personer som har blitt eller frykter å bli utsatt for tvangsekteskap. Myndighetene kan gi trygg bolig, veiledning og hjelp fra advokat til å anmelde forholdet og få ekteskapet kjent ugyldig.

Hvis du trenger mer informasjon om lovforbudet eller hvor du kan få hjelp, kan du snakke med ansatte i UDI eller på asylmottaket. Du kan også snakke med en lege eller en helsesøster.

Har du forstått informasjonen?